শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মঠপ্রবেশ ও গৃহপ্রবেশ

গৌড়ীয়গণের মঠপ্রবেশের প্রয়োজন

আমরা শুনিতেছি—অতি সত্বরই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-
র্ব্বিকাগিরিধারী-সহ গৌড়ীয়গণ নবনির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয়
প্রবেশ করিবেন। গৌড়ীয়গণ নিত্যকালই মঠে
ষ্ট—কুঞ্জে প্রবিষ্ট। অগৌড়ীয়গণকে "গৌড়ীয়"-গণে
করাইবার জন্যই তাঁহাদের মঠ-প্রবেশের আয়োজন।

গৃহমেধিগণের গৃহপ্রবেশের প্রয়োজন

জগতে দেখা যায়,—মানবাদি-প্রাণিগণ ভোগসাধক সংসার পত্তন ও সংসার বিস্তার করিবার জন্য নূতন গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব-সহ সেই গৃহে প্রবেশ করে। গৃহমেধীয় যজ্ঞে ইন্দ্রিয়-ভোগের তর্পণার্থই ঐরূপ "গৃহপ্রবেশ" অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়িগণের সহিত বিষয়-কথা, প্রণয়িনীর সহিত নির্জ্জন-সংসর্গে মনোহর আলাপ, বন্ধুবর্গের সহিত নানাপ্রকার প্রজল্প ও গ্রাম্য কথা, শিশুগণের কলভাষণ ও অর্দ্ধস্ফুটোক্তি, অপস্বার্থপরের বাগ্‌বিতণ্ডা ও কোলাহলপূর্ণ গৃহকেই মানব 'ধনজনসমৃদ্ধ গৃহ' মনে করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হয় এবং আমরণ তাহার সেবায় অভিনিবিষ্ট থাকে

জীবমাত্রেরই গৃহপ্রবেশ-প্রবৃত্তি

জীব যে কোন জন্মই লাভ করুক না কেন, সকল জন্মেই তাহার গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়। প্রাণিগণ ব্যাঘ্রাদি-জন্মে গিরি-গহ্বরে প্রবেশ, সর্পমূষিকাদি-জন্মে মৃত্তিকা-বিবরে প্রবেশ, পক্ষ্যাদি-জন্মে কুলায়ে প্রবেশ, চটকাদি-জন্মে মানব-নির্ম্মিত সৌধাবলীর ছিদ্রে প্রবেশ, পেচকাদি-জন্মে বৃক্ষ-কোটরে প্রবেশ, পিপীলিকাদি-জন্মে ভূমি-মধ্যস্থ গর্ত্তে প্রবেশ, কিঞ্চুলুক (কেঁচো) প্রভৃতি জন্মে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ, কুক্কুর-বিড়ালাদি-জন্মে মানব-গৃহাভ্যন্তরে, চুল্লিকাগহ্বরাদিতে প্রবেশ, মৎস্যাদি-জন্মে নদী-তড়াগাদিতে প্রবেশ, কীটাদি-জন্মে পুষ্পফলাদির অন্তরে, তণ্ডুল-গোময়াদির মধ্যে প্রবেশ, গ্রন্থবিবরে প্রবেশ, কৃমি প্রভৃতি জন্মে মানবের উদরে, শরীরে, মল-মূত্রাদির অভ্যন্তরে বা আকাশের অন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

গৃহ হইতে গৃহান্তর-প্রবেশই কৃষ্ণবিমুখ জীবের নিত্যনিয়তি

ভগবদ্বিমুখ প্রাণি-সকল বিভিন্ন কর্ম্মফলানুযায়ী বিভিন্ন গর্ভে প্রবেশ করে এবং কারাগার-সদৃশ বিভিন্ন গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় সুখদুঃখাদি-ত্রিতাপ ভোগ করে। কেহ সম্রাট্ হইয়া প্রাসাদেই প্রবেশ করুন, আর কেহ পিপীলিকা হইয়া মৃত্তিকাগহ্বরেই প্রবিষ্ট থাকুক, সকলেই কারাগৃহে প্রবিষ্ট বা নিক্ষিপ্ত। কর্ম্মফলানুযায়ী “এ”, “বি”, “সি”—যে শ্রেণীর কয়েদীই হউক না কেন, সকলেই কারাগৃহে প্রবিষ্ট, কেহই মুক্ত নহে। কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া প্রাণিগণ এইরূপ গর্ভ-প্রবেশ ও কারাগাররূপ গৃহে প্রবেশ করিতেছে, নির্দ্দিষ্ট সময় কারাগৃহ ভোগ করিবার পর আবার বর্ত্তমান ও অবশিষ্ট কর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ কারাগৃহে নীত হইতেছে! এইরূপ একগৃহ হইতে গৃহান্তরে প্রবেশই বহির্ম্মুখ প্রাণিগণের নিত্য নিয়তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বহুলক্ষজন্ম গৃহপ্রবেশের পর গুরুগৃহে প্রবেশের অধিকার

চৌরাশী লক্ষ বা ততোধিকবার গর্ভপ্রবেশ ও গৃহপ্রবেশ করিবার পর জীবের বৈষ্ণবগৃহে প্রবেশ, গুরুগৃহে প্রবেশ বা মঠ-প্রবেশের বিশেষ অধিকার ও সুযোগ লাভ হয়। 'ঐ বিশেষ অধিকার ও সুযোগ' একবার হারাইলে আবার চৌরাশীলক্ষবার ক্লেশকর গর্ভপ্রবেশ ও ত্রিতাপবর্দ্ধক গৃহপ্রবেশের ঘূর্ণিপাকে পড়িতে হয়।

গর্ভপ্রবিষ্টের ক্লেশানুভূতি থাকা-কালে জীবের প্রার্থনা

একবার গর্ভপ্রবেশেই জীবের কত ক্লেশ, তাহা সত্ত্ব অনুভূতি থাকা-কালে জীব কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারে এবং আর যাহাতে পুনরায় গর্ভপ্রবেশ করিতে না হয়, তজ্জন্য প্রার্থনা করিয়া ভগবান্‌কে বলে,—"হে বিভো, অত্যন্ত দুঃখাবস্থায় এই গর্ভে প্রবিষ্ট থাকিয়াও আমার বহির্গত হইতে ইচ্ছা হইতেছে না। কেন না, বাহিরে ইহা অপেক্ষাও **অন্ধকূপগৃহ** আছে। যে প্রাণীই সেখানে প্রবেশ করে, সে-ই মায়ায় আচ্ছন্ন হয়। সেই মায়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মিথ্যামতি অর্থাৎ দেহে অহং-বুদ্ধি এবং পুত্রকলত্রাদি-সম্বন্ধ-নিমিত্ত এই সংসার-চক্র তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আমি এইখানেই থাকিয়া ব্যাকুলচিত্তে আপনার শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক সংসার হইতে আত্মাকে উদ্ধার করিব। নানা গর্ভপ্রবেশ ও গৃহপ্রবেশরূপ দুঃখ পুনরায় যেন আমার না হয়। আমি নিত্যপ্রভু আপনার পাদদ্বয় সেবায় নিযুক্ত হইব।"

গৃহপ্রবিষ্ট জীবের নষ্টমতি

দশমাস-বয়স্ক জীবের সদ্য-প্রত্যক্ষ গর্ভপ্রবেশ-ক্লেশের অনুভূতি থাকায়, পাছে গর্ভ হইতে বহির্গত হইলে তাহাকে অন্ধকূপসদৃশ গৃহে প্রবেশ করিয়া বারংবার গর্ভ-প্রবেশের ঘুর্ণিপাকে পতিত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় জীবের মাতৃকুক্ষি হইতে বহির্গত হইবার ইচ্ছাও হয় না। কিন্তু কর্ম্মফলবাধ্য জীব ভূমিষ্ঠ হইয়া 'একটু সুবিধা পাইয়াছি' মনে করায় তাহার ভগবৎস্মৃতি হারাইয়া ফেলে এবং যে কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে আবার সংসার প্রাপ্ত হইতে হইবে, দেহের জন্য সে সেই-সকল কর্ম্মেই অনুরক্ত হয়। নূতন করিয়া গৃহ-নির্ম্মাণ ও গৃহ-প্রবেশ দ্বারা সে নূতন সংসার পত্তন ও সংসার বিস্তার করিবার চেষ্টায় ধাবিত হয়। যোষিৎরূপা দেবনির্ম্মিতা মায়ার মৃগতৃষ্ণিকায় লুব্ধ হইয়া সে **তৃণাবৃত অন্ধকূপ-সদৃশ গৃহোপরি** বিচরণ করিতে অভিলাষ করে এবং অন্ধকূপে পতিত হইয়া ত্রিতাপ ভোগ করিতে থাকে। তাপত্রয়োন্মূলক, একান্তশিবদ, বাস্তববস্তু শ্রীহরিগুরু-ভাগবতপাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত তাহার ত্রিতাপমোচনের অন্য উপায় নাই, ইহা সাধুগণের নিকট শ্রবণ না করায় অথবা ভোগোন্মুখতার সহিত শ্রবণের অভিনয় করিয়া মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্তকর্ণ হওয়ায় জীব ত্রিতাপবর্দ্ধক দেহ-গেহকেই তাহার 'তাপশান্তি-সদন' মনে করিয়া উহাদিগকেই আশ্রয় করে।

‘গৃহ’ কি ? এবং গৃহপ্রবিষ্ট ব্যক্তির ক্লেশ

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে ।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥"

—গৃহকে "গৃহ" বলা যায় না, ‘গৃহিণীই” ‘গৃহ’ নামে কথিত, গৃহিণীর সহিত সমস্ত পুরুষার্থ ভোগ করিবে—এই গৃহমেধীয় স্মৃতির সুযোগ লইয়া গৃহপ্রবিষ্ট জীব গৃহিণী-সেবা, কখনও বা অত্যধিক গৃহলাম্পট্যের পরিণাম-স্বরূপ বারনারীর নির্জ্জন-বিরচিত সম্ভোগাদিরূপ মায়া এবং কলভাষি-শিশুদিগের সুমধুর আলাপাদি দ্বারা ত্রিতাপসদন গৃহের ত্রিতাপ দুর করিবার চেষ্টা করে! কিন্তু "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে" ন্যায়ানুসারে বিপরীতপথে ত্রিতাপ-উপশমের চেষ্টা করায় তাহার ত্রিতাপ আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। গৃহিণীর ভরণপোষণ প্রভৃতি চিন্তায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হয়। সেইজন্য সেই দুরাশয় মূঢ় নানা দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত হয় এবং তাহার মন ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। যাহাদের পোষণে অধোগতি হয়—সাংসারিক ক্লেশ-দূরীকরণার্থ মোহান্ধ ব্যক্তি গুরুতর হিংসা দ্বারা নানাস্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদেরই পোষণ করে। বলীবর্দ্দ বৃদ্ধ হইলে নির্দ্দয় কৃষকেরা যেরূপ আর

তাহার যত্ন করে না, তদ্রূপ কলত্রাদির ভরণ-পোষণে অক্ষম হইলে পুত্রকলত্রাদিও পূর্ব্বের ন্যায় আর তাহাকে আদর করে না। কিন্তু তাহাতেও তাহার নির্ব্বেদ হয় না। তখনও পূর্ব্বপোষিত ব্যক্তিগণের কৃপাদৃষ্টির আশাবন্ধ লইয়া গৃহেই অবস্থান করে—গৃহপালিত কুকুরের মত তাহাদের অবজ্ঞাপ্রদত্ত অবশেষ ভক্ষণের আশায় গৃহেই আবদ্ধ থাকে। যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে অশেষ যন্ত্রণা ও নরকপ্রবেশে অসহ্য ক্লেশ ভোগ করে এবং কর্ম্মফলানুসারে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ বার গর্ভপ্রবেশ ও গৃহপ্রবেশ করিয়া ঘুরিতে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবহূতিনন্দন ভগবান্ কপিলদেব গৃহপ্রবিষ্ট ব্যক্তির এইরূপ ক্লেশের কথা বলিয়াছেন।

অসুর-গৃহের বালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ

এইজন্য প্রহ্লাদ অসুরগৃহে আবির্ভাবের লীলাপ্রকাশ করিয়া যে-সকল বালক তখনও অসুরগৃহে প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন,—“হে বালকগণ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কৌমার-কালেই ভাগবত-ধর্ম্ম আচরণ করিবেন।” কেন না, তখনও তাহারা অদৈবগৃহে প্রবেশ করে নাই। তাহাদের মতি বিশেষ সুকুমার ও কমনীয় থাকায় সহজেই তাহারা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইতে পারে। “কৌমারকালে গুরুগৃহে প্রবেশ করিয়া তোমরা অসুর-গৃহে প্রবেশ-প্রবৃত্তির ছেদন কর—ষণ্ডামর্কের ন্যায় অসুরগুরু-নামধারিগণের গৃহেও তোমাদের প্রবেশের আবশ্যকতা নাই। আমি যখন মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট ছিলাম, তখন জগদ্‌গুরু শ্রীনারদের নিকট এই উপদেশই পাইয়াছি যে, আত্মার অধঃপতনের কারণ অন্ধকূপ-সদৃশ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রবেশ পূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীহরির আশ্রয়-গ্রহণই সর্ব্বোত্তম। কারণ, কোষকার কীট যেরূপ নিজেই নিজের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনার বহির্গমনের জন্যও দ্বার রাখে না, তদ্রূপ ভোগময় গৃহে প্রবিষ্ট পুরুষও আত্মার মুক্তির

দ্বারটী চিরতরে অর্গলরুদ্ধ করিয়া দেয়। অধিক কি, **বিদ্বান্** ব্যক্তিও গৃহাদিতে প্রবিষ্ট ও অভিনিবিষ্ট হইয়া কুটুম্বপালনে রত থাকিলে আত্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হন না। অতএব হে বালকগণ, তোমরা বিষয়াত্মক দৈত্যগণের দেহগেহসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নারায়ণ-পরায়ণ জনগণের গৃহে ও গণে প্রবেশ কর।”

পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যের কৃপা।

আমাদিগকে অদৈব-গুরুগৃহ, অদৈব গৌড়ীয়ব্রুব-গৃহ অগৌড়ীয়-গৃহ, অদৈব-গণে প্রবেশ-প্রবৃত্তি হইতে উদ্ধার করিয়া গুরুগৃহে, গৌড়ীয়-গৃহে ও 'গৌড়ীয়'-গণে প্রবেশ করাইবার জন্যই পরমকারুণিক, অশেষ-পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যবর্য্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-প্রবেশের আয়োজন করিয়াছেন।

প্রাণিগণের গৃহবাস-বিষয়ে প্রতিযোগিতা

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, প্রত্যেক প্রাণীরই গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি নৈসর্গিক। চৌরাশি লক্ষ বার গর্ভ-প্রবেশের পর জীবের প্রয়োজন-সাধক মানবগৃহে জন্ম হয়। অন্যান্য ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানব সর্ব্বতোভাবে অধিকতর বুদ্ধিমান ও শ্রেষ্ঠ। গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই পক্ষী কুলায় নির্ম্মাণ করে, মূষিক গর্ত্ত খনন করে, ব্যাঘ্রাদি-প্রাণী গিরিগহ্বর আশ্রয় করে, পিপীলিকা ছিদ্র অনুসন্ধান করে। মানবের বুদ্ধি, বিচার, মেধা, প্রতিভা, নৈপুণ্য যখন ভোগোন্মুখ থাকে, তখন সে তাহার যাবতীয় শক্তিকে পরিণামে দুঃখদায়ক আত্মবিনাশকর সাময়িক ভোগাহরণেই নিযুক্ত করে। সুদৃঢ় গৃহে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহিত প্রবিষ্ট থাকিয়া ভোগ আহরণ-জন্য মানবের প্রতিভা, বিদ্যা, বুদ্ধি কত প্রকারই না শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করে। তখন বনবাসে সন্তুষ্ট না থাকিয়া গ্রামবাস, গ্রামবাসেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া মহানগরী প্রভৃতিতে দ্রুতসদনে বাস করিবার জন্য পর্ণকুটীর, মৃণ্ময় কুটীর প্রভৃতি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, একতলা গৃহে সন্তুষ্ট না থাকিয়া, দ্বিতল, ত্রিতল, ক্রমে শত-শত-তল গৃহনির্ম্মাণের প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া দেয়।

কৃষ্ণের অনুকম্পায় আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক তাপ দ্বারা গৃহপ্রবেশের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন

চৌরাশি লক্ষ বা ততোধিকবার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াও জীবের গৃহনির্ম্মাণ ও গৃহ-প্রবেশের পিপাসার তৃপ্তি হয় নাই; তাই মানবজন্ম-প্রবেশে অন্যান্য জন্ম অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে অধিকতর বুদ্ধিমত্তা ও নৈপুণ্য লাভ করিয়া সেই বুদ্ধি ও নৈপুণ্যকে পুনরায় নিজ গৃহবাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই নিযুক্ত করে। স্থূলতুষাবঘাতী ভোগী জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া ভগবান্ ১৮৯৭, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রবল ভূমিকম্প প্রেরণ করেন, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পেগুর ভূমিকম্পে শত শত সুদৃঢ় সৌধের পরিণতি প্রদর্শন করেন, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে বিভিন্ন স্থানে পুনঃ পুনঃ ভূমিকম্পের দ্বারা মানবের ভোগ-নৈপুণ্যের—মানবের গৃহবাস-চেষ্টার কতটুকু মূল্য, সুদৃঢ়ত্ব বা নিত্যত্ব আছে, তাহা "নাড়াচাড়া" দিয়া দেখাইয়া দেন। তথাপি মানবের গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি বিদূরিত হয় না—ভোগোন্মুখ চিত্ত নব নব উদ্ভাবিত উপায়ে কিরূপে গৃহ-নির্ম্মাণ ও গৃহপ্রবেশ করিবে, তজ্জন্যই কৌশল আবিষ্কার

করিতে থাকে ; কিন্তু আত্মভোগার্থ যাবতীয় কৌশলই যে স্থূলতুষাবঘাত মাত্র, তাহা মায়াবিমোহিত চিত্ত বুঝিতে পারে না। কৃপাময় ভগবান্ আবার অন্য প্রকার উৎপাত দ্বারা তাহা স্মরণ করাইয়া দেন।

সাম্প্রদায়িক কলহে ঢাকার সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় সৌধাবলীর অগ্ন্যুৎসব, গৃহপ্রবিষ্ট ব্যক্তিগণের নানাপ্রকার গৃহারামতা ও গৃহশান্তি ভঙ্গ প্রভৃতিও গৃহপ্রবেশে আত্যন্তিক নির্ব্বেদ আনয়ন করিয়া নিত্য গৃহ বা মঠপ্রবেশের রতি উদয় করায় না! ইহারই নাম দৈবী মায়া! "সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল!" কিন্তু মঠ-প্রবেশের প্রবৃত্তি কোথায়?

ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর অনেক লোকের মুখে শুনা যাইতেছে যে, তাঁহারা আর ঢাকায় গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন না—ঢাকার গৃহে বাস করিবেন না, কিন্তু কৈ গৃহ-প্রবেশ প্রবৃত্তি ত' কাহারও দূর হইতেছে না—মঠ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি ত' জাগরূক হইতেছে না! 'এস্থানে সাময়িক উৎপাত দেখিতেছি, সুতরাং এই স্থানের গৃহে প্রবেশ না করিয়া অন্য স্থানের গৃহে প্রবেশ করিব'—এই বুদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করা যায় না। কারণ, যেখানেই যাই না কেন—যেস্থানের গৃহেই প্রবিষ্ট হই না কেন, "পলাইবার পথ নাই, যম আছে পিছে।" সুতরাং 'নিত্য-গৃহ-প্রবেশের শিক্ষা-মন্দির মঠে প্রবেশ করিব'—এই সঙ্কল্পই যথার্থ বুদ্ধিমত্তা।

যাহারা পদ্মার তীরে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, তাহাদের বোধ হয়, গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! 'কীর্ত্তিনাশা' পদ্মা যেমন তাঁহাদের এক গৃহ গ্রাস করিতেছেন, তাঁহারা অমনি দূরে সরিয়া গিয়া পদ্মারই পারে আবার নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। এইরূপ ক্রমাগত গৃহ ভাঙ্গিতেছে, তাঁহারাও আবার নূতন করিয়া গড়িতেছেন, তথাপি গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তিতে আত্যন্তিক নির্ব্বেদ আসিতেছে না।

মঠ গৃহের ন্যায় ধ্বংসশীল বা ত্রিতাপাগার নহে

অনেকে মনে করেন, গৃহের ন্যায় 'মঠ ও ত' ধ্বংসশীল ; ভূমিকম্পে মঠও ভূমিসাৎ হয়, মন্দিরও ভগ্ন হয়। সুতরাং গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মঠ-প্রবেশের সার্থকতা কি ?

মঠ ধ্বংসশীল নহে। মঠের বাহ্য দর্শন—ইট-পাটকেল দর্শন মঠ-দর্শন নহে—ইট-পাটকেলের অভ্যন্তরে প্রবেশও মঠপ্রবেশ নহে। যাহারা মঠকে ইট-পাটকেলের স্তূপ মনে করিয়া গৃহের ন্যায় ভোগবুদ্ধিতে তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, তাহারা ন্যূনাধিক গৃহেই প্রবেশ করিয়া থাকে। মঠ—অনিত্য জগতে নিত্য বৈকুণ্ঠ-নিকেতন—গুণময় জগতে নির্গুণ বাস। মঠ সর্ব্বক্ষণ চেতন-কথায় মুখরিত। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর প্লাবন-ক্ষেত্র।

গৃহপ্রবেশ ও মঠপ্রবেশের পার্থক্য

'গৃহ-প্রবেশ' ও 'মঠ-প্রবেশ' এক নহে। গৃহ-প্রবেশ করিলে জন্ম-প্রবেশের—অন্ধকূপ-প্রবেশের আবর্ত্তে পতিত হইতে হয়। আর মঠ-প্রবেশ করিলে সৎসঙ্গে, সৎপ্রসঙ্গে প্রবেশ হয়, তাহা হইতে ক্রমে ভগবন্নামে প্রবেশ, ভগবদ্রূপে প্রবেশ, ভগবদ্‌গুণে-প্রবেশ, ভগবৎপরিকর-বৈশিষ্ট্যে প্রবেশ ও ভগবল্লীলায় প্রবেশাধিকার হয়। গৃহ-প্রবেশে 'আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা'—এই বিমূঢ় অভিমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—পুরুষাভিমান পরিবর্দ্ধিত হয়, আর মঠ-প্রবেশে 'আমি গুরুদাস', 'আমি বৈষ্ণব-কিঙ্কর'—এই স্বরূপাভিমান পরিস্ফুট হয়। গৃহ-প্রবেশের অস্মিতায় আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা ভুক্তি, আর মঠ-প্রবেশের অস্মিতায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ বা সেবা। গৃহ-প্রবিষ্ট পুরুষের ইতরবিষয়-কথা, গ্রাম্যবার্ত্তায় রুচি বর্দ্ধিত হয়, ষড়্‌বেগের কৈঙ্কর্য্য ও মৃত্যু লাভ হয়, আর মঠ-প্রবিষ্ট পুরুষের অদ্বিতীয় পরম বিষয় কৃষ্ণের কথা, কৃষ্ণের বার্ত্তায় রুচি সম্বর্দ্ধিত হয়, গোস্বামিত্ব ও অমরত্ব লাভ হয়। গৃহ-প্রবেশে দেহ-দ্রবিণ-সুহৃৎ প্রভৃতির জন্য ভয়, শোক, স্পৃহা, পরিভব প্রভৃতিই কেবল বর্দ্ধিত হইতে থাকে, আর মঠ-প্রবেশে জীব অশোক-অভয়-অমৃতের সেবায় নিত্য নবনবায়মানভাবে লৌল্য-বিশিষ্ট হয়। গৃহপ্রবিষ্ট ব্যক্তি

প্রকৃতির দ্বারা ক্রিয়মাণ হইয়া অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা, আর “সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” শিক্ষায় দীক্ষিত মঠ-প্রবিষ্ট ব্যক্তি হরি-গুরু-বৈষ্ণবের শরণাগত। গৃহ-প্রবিষ্ট ব্যক্তি পাপপুণ্যের ফলভোগী, আর মঠ-প্রবিষ্ট ব্যক্তি পাপপুণ্যাতীত ভগবৎসেবক। গৃহ-প্রবেশে জড়সম্ভোগপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়, আর মঠ-প্রবেশে কৃষ্ণানুসন্ধানবৃত্তি সমৃদ্ধ হইয়া থাকে। গৃহ-প্রবিষ্ট ব্যক্তি কর্ম্মফল-বাধ্য অনিত্য ‘গুরু’-নামধারিগণের সেবকাভিমানী, আর মঠ-প্রবিষ্ট পুরুষ কর্ম্মফলাতীত পরম-মুক্ত নিত্য গুরুদেব ও নিত্য বৈষ্ণববর্গের বাস্তব সেবক। গৃহ-প্রবেশে হৃদয় সঙ্কীর্ণ, জড়তাচ্ছন্ন, মৎসরতাপূর্ণ, অশান্ত ও সংসারদাবানল-দগ্ধ হয়, আর মঠ-প্রবেশে চেতন বিস্তৃত, পরমোদার, নির্ম্মৎসর, পরম সুশান্ত ও ভগবৎসেবোৎসবময় হইতে থাকে। উহা ক্লাবে বা মিলন-মন্দিরে বসিয়া ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-সুখলাভেচ্ছায় সঙ্গীতশ্রবণমাত্র নহে। ঐ সকল মিলন-মন্দিরের চেষ্টা গৃহপ্রবেশ-বৃত্তিরই রুচিবর্দ্ধিণী বা গৃহব্রত-ধর্ম্মের একঘেয়ে ভাবের সাময়িক নিবৃত্তি করিয়া গৃহপ্রবেশেই অধিকতর নূতন উত্তেজনাদায়িনী।

ফল্গু গৃহত্যাগীর গীতার গৃহ

আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি প্রাণিমাত্রেরই স্বাভাবিক। স্বভাবকে উচ্ছেদ করা যায় না, উচ্ছেদ করিলে বিপরীত ফল ফলে। যাহারা গৃহ-প্রবেশকে কেবল নিষেধ করেন, তাঁহারা একদেশদর্শী। তাঁহাদের অতন্নিরসনপর একদেশীয় বিচারে প্রধাবিত হইয়া অনেকে গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়-গহ্বর আশ্রয় করে। গৃহ-পরিত্যাগের সহিত তাহাদের ভগবৎসেবা পরিত্যাগের দুর্ব্বুদ্ধি উদিত হওয়ায়, তাহারা হিমালয়-গহ্বরে প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণপর গৃহেই প্রবেশ করে, কেহ বা অচিরেই ‘গীতার গৃহ’ বা ‘গীতার সংসার’ পাতাইয়া বসে।

বিকৃত গৃহপ্রবেশ-প্রবৃত্তিকে স্বরূপে আনয়নের জন্যই আচার্য্যের মঠপ্রবেশোৎসবে আহ্বান

বিশ্বমানবের—বিশ্বপ্রাণীর এই নিসর্গকে অর্থাৎ গৃহপ্রবেশপ্রবৃত্তিকে স্বরূপে বা-নিত্য-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অহৈতুক-কৃপাময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ভগবদ্গৃহ নির্ম্মাণ ও ভগবদ্-গৃহ প্রবেশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানব ভগবদ্গৃহে প্রবিষ্ট হইলে—ভগবদ্গৃহের প্রতি মানবের আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অনায়াসেই মানবের ত্রিতাপক্লেশাগার অন্ধকূপ-সদৃশ ভোগময় গৃহ-প্রবেশের আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা বিদূরিত হইবে। মানবের যে-পর্য্যন্ত গুরুগৃহে—ভগবদ্গৃহে—ভাগবত-গৃহে আসক্তি না হয়, সে-পর্য্যন্তই মানব ক্লেশকর ভোগময়-গৃহে আবদ্ধ থাকে। ভগবদ্গৃহ—গুরুগৃহের প্রতি "আটা" বা আসক্তি জন্মিলে আর ভোগসদন-গৃহে প্রবেশ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ-মালায় প্রবেশ করিতে হয় না। গুরুগৃহ বা ভগবদ্-গৃহের একজন নিষ্কপট 'পাল্য' অভিমান উপস্থিত হইলে আমাদের আর অপর ভোগময় গৃহ প্রবেশের রুচি থাকে না।

গৃহপ্রবেশে দশের কার্য্য-প্রসার, আর মঠপ্রবেশে ব্রহ্ম-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় বা সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের প্রসার

মানব গৃহ-প্রবেশ করিয়া সংসার পত্তন ও সংসার বিস্তার করে, তাহাতে তাহার সংসারাসক্তিই বৃদ্ধি হয়। মদীয় আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিশ্বমানবকে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রবেশে আহ্বান করিয়া কৃষ্ণ-সংসার পত্তন, কৃষ্ণ-সংসার বিস্তার ও কৃষ্ণ-সংসারাসক্তি-পরিবর্দ্ধনের সহজ পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। কৃষ্ণ-সংসার-পত্তনে ভগবৎসেবার আনুকূল্য-বিচারের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়, কৃষ্ণ-সংসার-বিস্তারে ভগবৎ-সেবক-সংখ্যা অর্থাৎ কীর্ত্তনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়—বহুলোক একত্রে হরিকীর্ত্তন করিতে পারেন—“বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্”—এই গৌরবাণীর বিস্তার হয়, আর কৃষ্ণ-সংসারাসক্তি-পরিবর্দ্ধনে কৃষ্ণপ্রীতিরূপ প্রয়োজনের পথে জীব অগ্রসর হয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রবিষ্ট জীবের মঙ্গল

গৃহে প্রবেশ করিয়া মানব গৃহিণীর কর ধারণ-পূর্ব্বক গৃহমেধের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে গৃহব্রত হইয়া পড়ে, আর মঠ-প্রবেশ করিয়া মানব সাধুসঙ্গের চতুর্দ্দিকে—কীর্ত্তন-যজ্ঞবেদীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে সুদৃঢ় কৃষ্ণ-ব্রত হইয়া শ্রীধাম-পরিক্রমা করেন। কূপে প্রবিষ্ট হইয়া কূপমণ্ডুক যেরূপ সঙ্কীর্ণ কূপকেই জগতের মধ্যে 'একমাত্র বস্তু' বলিয়া বিবেচনা করে, তদ্রূপ গৃহান্ধকূপে প্রবিষ্ট ব্যক্তিও গৃহ আশ্রয় করিয়া পরিণামে দুঃখকর সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যসুখসাধক গৃহকেই জগতের মধ্যে 'সারাৎসার' বলিয়া কল্পনা করে। অশেষ সুকৃতি-ফলে সাধুকৃপায় জীব শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত হইয়া গৃহকূপ হইতে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-প্রবেশ করিলে যাবতীয় কুণ্ঠাধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-সম্পৎ দর্শন করিতে পারেন, সঙ্কীর্ণা স্ত্রীপুত্রাদি-কথা, তপস্যা, ব্রত, নির্ব্বেদ-জ্ঞান, যোগাদির কথা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশ্বের যাবতীয় কথার সহিত তুলনামূলক বিচারে হরিকথার পরমোদার্য্যময় স্থায়িভাব লক্ষ্য করিতে পারেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ—বৈকুণ্ঠকীর্ত্তনের অবতার পীঠ

মঠ-মন্দির-নির্ম্মাণাড়ম্বর—ভক্তিপ্রতিকূল, যদি মঠ-মন্দিরাদি কেবল আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন বা বিষয়ীর বিষয়-প্রদর্শনী হয় ; শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেইরূপ বিষয়ীর কুবিষয়-স্তম্ভ নহে ; শ্রীগৌড়ীয় মঠ—বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তনের অবতার-পীঠ—শ্রীচৈতন্যবাণী-দ্বারা অনুক্ষণ মুখরিত ।

প্রভুপাদের মঠমন্দির-স্থাপনে জীবের প্রতি অপার করুণা

যে অতিমর্ত্ত্যশক্তিশালী মহাপুরুষ কলিহত জীবগণের গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি, গৃহবাস-প্রবৃত্তি, গৃহব্রত-বৃত্তি প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের ঐরূপ বিকৃত প্রবৃত্তিকে অবিকৃত স্বভাবে আনয়নের জন্য মঠাদি স্থাপন ও নির্ম্মাণ করাইয়া "এককার্য্যে কার্য্য পাঁচ সাত করেন"—একদিকে বিষয়ীর বিচারকে—বিষয়ীর নিজ ভোগাস্পদ-গৃহ-নির্ম্মাণ-প্রবৃত্তিকে সঙ্কীর্ত্তন-গৃহ নির্ম্মাণে নিয়োজিত করেন,—প্রাণিমাত্রের গৃহবাস-প্রবৃত্তি ও গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তিকে ভগবদ্‌গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তিতে—স্বরূপগত স্বভাবে পরিবর্ত্তন করেন—মানবকে মৃত্যু-গহ্বরে প্রবেশ, জন্মজন্মান্তরের ত্রিতাপজনক কারাগৃহে প্রবেশ-চেষ্টা হইতে রক্ষা করিয়া তাহার নিত্য-গৃহে—গোলোক-গৃহে প্রবেশের পথ প্রদর্শন করেন—তাহাকে ভগবন্নামরূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যে প্রবেশের সুযোগ প্রদান করেন, সেই আচার্য্যবর্য্যের মঠ-মন্দিরাদি-স্থাপন—জীবে কত বড় অহৈতুক-দয়ার সাক্ষ্য—কত বড় পরদুঃখ-কাতরতার নিদর্শন—জীবকুলকে চরম-স্বাধীনতা দান-বিতরণের অবধি. তাহা স্বস্থচিত্তে আলোচ্য।

জগন্নাশকর আবর্ত্ত হইতে উদ্ধারের জন্যই মঠপ্রবেশে আহ্বান

যাঁহারা মঠপ্রবেশ করিয়াছেন, করেন বা করিবেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে যে, জগতের যাবতীয় গৃহগুলিকে ঘৃণা করা। ঘৃণা করা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম নহে, উহা ফল্গু-ত্যাগীর ধর্ম্ম। প্রত্যেক বিষয়কে স্বভাবে বা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা—ভগবৎসেবার অনুকূল করাই বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। প্রত্যেক গৃহ কিরূপে ভগবন্নিকেতন হইতে পারে, প্রত্যেক গৃহ কিরূপে আত্মভোগপর 'গৃহ' বিচার হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ কৃষ্ণকীর্ত্তনগৃহ বা গোলোকের প্রতীতিপূর্ণ হইতে পারে, সেই বিজ্ঞানবিস্তারের জন্যই গৌড়ীয়গণ মঠ-প্রবেশ করেন। গৃহব্রতগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহকে কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর তাণ্ডব-নৃত্যের স্থানে পরিণত করে। তাহারা স্বয়ং ষড়্‌রিপুর ক্রীড়াগোলক হইয়া পড়ে—অপস্বার্থপীড়িত হইয়া অপর গৃহের সহিত নিজগৃহের ভেদ স্থাপন পূর্ব্বক পরস্পর হিংসা, দ্বেষ-বিদ্বেষ ও অশান্তির নিকেতন নির্ম্মাণ করে। তাহাদের আরোপিত 'শান্তি-নিকেতন' অশান্তি-নিকেতনই হইয়া পড়ে, "বীতশোক-বাটিকা" শোকাগার হয়, 'বিশ্রাম-কুটীর' পণ্ডশ্রমের কারাগৃহ হয়, "অমৃত-ধাম" মৃতের আগার হইয়া পড়ে। এইরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ভোগময় বিচারপূর্ণ গৃহ লইয়া জগতে যে সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, তাহাতে কেবল জগন্নাশকর কার্য্যই বিস্তৃত হইবে। জগতের যতগুলি মহাসমর অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যেখানে যেখানে রাজা-প্রজার মধ্যে বিবাদ-সংঘর্ষ ও তথাকথিত সভ্যতার মধ্যে নানাপ্রকার সমস্যা নিত্য নূতন আকারে দেখা যাইতেছে, তাহার মূলে ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহপ্রবেশ-প্রবৃত্তি। এই বিরাট্ সমষ্টিগত জগন্নাশকর প্লাবন হইতে লোকদিগকে উদ্ধার করিয়া অমৃতের রাজ্যে প্রবেশ—ভগবৎসেবায় প্রবেশ করাইবার জন্যই আজ পরদুঃখ-দুঃখী আচার্য্যবর্য্যের বিশ্বমানবকে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবেশের আহ্বান।

মঠপ্রবেশে কপটতার ফল

আমাদিগকে এই আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে—গৌড়ীয়গণের অনুব্রজ্যার শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রবেশ করিতে হইবে। মঠপ্রবেশের অভিনয় করিলে হইবে না—সত্য সত্য মঠে প্রবেশ করিতে হইবে। অভিনয় ও আন্তরিকতা এক নহে। যাঁহারা মঠ প্রবেশের অভিনয়মাত্র করেন—নিজ ভোগোন্মুখ স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ করিতে চাহেন—তাঁহারা আবার গৃহপ্রবেশ করিয়া ফেলিবেন। মঠ-প্রবেশ বা গুরুগৃহে প্রবেশ করিয়া নিরন্তর গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায়ই অভিনিবিষ্ট থাকিতে হইবে। মঠপ্রবেশের অভিনয় করিয়া নিজের অপস্বার্থের পৃথক্ তহবিল, পৃথক্ ভোগময় বিচার, পৃথক্ অস্মিতা, পৃথক্ গতি, পৃথক্ আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখিলে মঠপ্রবেশ হইল না। গৌড়ীয়েশ্বর স্বরূপরূপানুগবর শ্রীশ্রীগুরুদেব—মঠাধীশ। সেই মঠাধীশবরের সেবা—আচার্য্যের সেবা মুহূর্ত্তের জন্য পরিত্যাগ করিলে যিনি যত বড়ই হউন না কেন—যত কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধন করিয়াই উন্নত পদবী লাভ করুন না কেন—

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

কারণ—

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ ॥"

"জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাম্ ॥"

নিষ্কপট মঠপ্রবেশ না হইলে মায়াপ্রবেশ বা গৃহপ্রবেশই হইয়া যাইবে। কপটগণের নিষ্কপট হইবার একমাত্র মহৌষধ—গুরুবৈষ্ণবের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা। রোগীর সুস্থ হইবার একমাত্র উপায়—সদ্‌বৈদ্যের উপদেশানুসরণ, নিজের রুচির অনুকূলে ধাবিত হওয়া নহে।

মঠপ্রবেশে নিষ্কপটতার ফল

যাঁহারা নিষ্কপটে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবেশ করেন অর্থাৎ শ্রীগুরুসেবায় প্রবিষ্ট হন—শ্রবণকীর্ত্তনে প্রবিষ্ট হন, তাঁহারা অচিরেই শ্রীনামে প্রবেশ, শ্রীরূপে প্রবেশ, শ্রীগুণে প্রবেশ, শ্রীপরিকরবৈশিষ্ট্যে প্রবেশ ও শ্রীলীলায় প্রবেশ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন—ইহা সুনিশ্চিত ও একান্ত বাস্তব সত্য। এইরূপভাবে শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রবিষ্ট হইলে তিনি আর নিজ নিত্যনিকেতনের সেবা-সুখ ছাড়িয়া বৃথা পরিভ্রমণের জন্য—পণ্ড-পরিশ্রমের জন্য অন্য গৃহে প্রবেশ করিতে চাহেন না,—

> "ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
> মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥"

পান্থ যেরূপ প্রবাস হইতে আগত হইয়া নিজগৃহে একবার প্রবিষ্ট হইলে আর নিজ গৃহসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা করে না, তদ্রূপ জন্ম-জন্মান্তর-সংসার-ভ্রমণকারী পুরুষ বহু ভাগ্যফলে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবিষ্ট হইয়া নিরন্তর শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রবণ করিতে করিতে যখন ধৌতাত্মা ও সংস্কৃত হন, তখন আর কিছুতেই নিজ-নিত্যগৃহ মঠের সেবা-সুখ অর্থাৎ কৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ করেন না।

গুরুগৃহ-সেবায় সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা

তিনি তখন স্বরূপরূপানুগবর শ্রীগুরুদেবে সেবাবিষ্টমতি ও তাঁহার কৃপায় সিদ্ধি লাভ করিয়া দশমস্কন্ধের গোপীগণের উক্তি অনুকীর্ত্তন করিতে করিতে বলিতে পারেন,—

" আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

হে কৃষ্ণ, আমরা গৃহপ্রবিষ্ট—আমরা সহজ গৃহধর্ম্মপরায়ণ—তোমাকে লইয়াই আমাদের গৃহ-সংসার। কাজেই যোগিগণের ন্যায় কৃত্রিমভাবে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে কৃত্রিমধ্যানের বিষয় করিবার অভিলাষ আমাদের নাই। আমরা তোমার বিরহসিন্ধুতে নিমগ্ন, তোমার গৃহের সুখ ছাড়িয়া আমাদের অন্যত্র যাইবার আদৌ সাধ নাই—তুমি কেবল তোমার নিজ গৃহে তোমার পাদপদ্ম উদয় করাও।" মুক্ত ভগবৎসেবকগণ কৃষ্ণকে এইরূপ পূর্ণভাবে পাইয়াও অধিকতর গাঢ়প্রীতিতে অভিনিবিষ্ট হন। এইরূপ মুক্ত গৃহস্থগণের গৃহদেবতা—কৃষ্ণ; তিনিই একমাত্র পুরুষ। মুক্তগৃহিগণের পুরুষাভিমান নাই, তাঁহারা স্বরূপাভিমানে নিত্য নবনবায়মান প্রগাঢ়প্রীতিতে ভগবৎসেবায় নিবিষ্ট।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সূত্রপাতের ইতিহাস

শ্রীগৌড়ীয়মঠপ্রবেশ ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-সেবাই আমাদের সহজ ধর্ম্ম। যতদিন পর্য্যন্ত না তাহা সহজ হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের পূর্ণ মঙ্গল নাই। মঠ-প্রবেশ ও মঠসেবাকে সহজ করিবার জন্যই আবার নূতন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবেশের আয়োজন। দশ-বার বৎসর পূর্ব্বেই ত' শ্রীগৌড়ীয় মঠপ্রবেশ হইয়াছে—গৃহপ্রবেশ করিতে যাইয়া আচার্য্যের অতিমর্ত্ত্যা কৃপায় তাহা মঠ-প্রবেশ হইয়া গিয়াছিল, এখন আর 'গৃহ' নাই—'গৃহ' মঠে পর্য্যবসিত। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সূত্রপাতের ইতিহাসেই আমরা আচার্য্যের এইরূপ অহৈতুকী কৃপার সাক্ষ্য পাই।

নূতন করিয়া মঠপ্রবেশের উদ্দেশ্য

শ্রীগৌড়ীয়মঠ আজ বিস্তৃত বিশ্বে প্রচারিত। শ্রীমঠপ্রবেশের উদ্দেশ্য যাহাতে আমরা বিস্মৃত না হই—শ্রীমঠপ্রবেশকে যাহাতে আমরা ভোগময় গৃহ-প্রবেশের সহিত 'এক' মনে না করি, আর বিশ্বের সকলেই যাহাতে মঠপ্রবেশে রুচিবিশিষ্ট হয়, তজ্জন্যই বোধ হয় পরম কারুণিক আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ আবার নূতন উৎসাহ—নূতন প্রেরণা—নূতন আশাবন্ধ সঞ্চারিত করিয়া 'নূতন করিয়া' মঠ-প্রবেশের জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়-মঠপ্রবেশোৎসবে আহ্বান

আচার্য্যের আহ্বানে আমরা যেন নিষ্কপট সাড়া পারি। আমরা যেন গৌড়ীয়গণের সঙ্গে গুর্ব্বানুগ প্রবেশ করিতে পারি। আমরা যেন গৌড়ীয়-গণে ও গৌড়ীয়-মঠের পাল্য হইয়া গৌড়ীয়মঠের সেবা জীবনমরণে ব্রত করিতে পারি। সকলে শ্রীগৌড়ীয়-ম প্রবেশোৎসবে যোগদান করুন।